www.librarianvoice.org

LIBRARIAN VOICE ONLINE BULLETIN

ISSN 2710-0103

মে ২০২২, বর্ষ ০৫ সংখ্যা ০৪

লাইব্রেরিয়ান ভয়েস

ONLINE BULLETIN

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের কথা বলে

সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে প্রাচীন গ্রন্থাগারের ভূমিকাঃ একটি বিশ্লেষণ

২০ মে ২০২২

Open Access Bangladesh এবং Global Center for Innovation and Learning (GCFIL) এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সেমিনার

মে, ২০২২
বর্ষ ০৫, সংখ্যা ০৪

LIBRARIAN ONLINE BULLETIN VOICE

সম্পাদনা পর্ষদ

শাহাজাদা মাসুদ আনোয়ারুল হক
কাজী ফরহাদ নোমান
কনক মনিরুল ইসলাম
ঈদ-ই-আমিন
মোঃ আশিকুজ্জামান
অন্তরা আনোয়ার
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
আনিকা তাবাচ্ছুম
আবুল হাসানাত মোঃ ফজলে রাব্বি

হেড অব গ্রাফিক্স

দিল আফরোজ

প্রতিনিধি

মোঃ মনিরুল ইসলাম সবুজ, *বিশেষ প্রতিনিধি*
রাশেদ নিজামী, *বিশেষ প্রতিনিধি*
দেবাশীষ মুখার্জি, *কলকাতা প্রতিনিধি*
অরিজিৎ দাস, *কলকাতা প্রতিনিধি*
মোঃ মনিরুল ইসলাম, *চট্টগ্রাম প্রতিনিধি*
আবিদ হাসান, *সিলেট প্রতিনিধি*

যোগাযোগ

librariansvoice@gmail.com
Facebook/librarianvoice
Twitter/librarian_voice
Instagram/librarian_voice

ভেতর পাতায়

প্রচ্ছদ / সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে প্রাচীন গ্রন্থাগারের ভূমিকাঃ একটি বিশ্লেষণ - ০৩

সংবাদ / Open Access Bangladesh এবং Global Center for Innovation and Learning (GCFIL), USA and Bangladesh এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সেমিনার - ০৭

সংবাদ / Budapest Open Access Initiative এর ডিক্লেরেশনে সংগঠন হিসেবে Open Access Bangladesh এর স্বাক্ষর প্রদান - ০৮

সংবাদ / রাবি গ্রন্থাগারে অনলাইন ডিজিটাল রিপোজিটরি ওয়েবে থিসিস উন্মুক্তকরণ উদ্বোধন - ০৯

স্মারকগ্রন্থ / ড. রেজা আমার আশ্রয়, আমার আশ্রম - ১০

লাইব্রেরিয়ান ভয়েস এ প্রকাশিত প্রবন্ধ ও মতামত লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। লাইব্রেরিয়ান ভয়েস কর্তৃপক্ষ এজন্য দায়বদ্ধ নয়।

*© 2017-2022 **Librarian Voice***
Subject to a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে প্রাচীন গ্রন্থাগারের ভূমিকাঃ একটি বিশ্লেষণ

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার বিকাশ লাভ করেছে। সপ্তম শতাব্দীতে গান্ধার তক্ষশীলা ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ বিহারে সুপরিচালিত গ্রন্থাগার ছিল। সেই সময়ে বিহার ও মন্দিরে গ্রন্থাগার ছিল এবং ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও ছিল অসংখ্য। সুমেরিয়নরা আনুমানিক ২৭০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে মন্দির ও রাজপ্রসাদ বা ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। বোরিসপার গ্রন্থাগার ব্যাবিলনিয় সভ্যতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাটির ফলকগুলি নকল করে আসীরিয় আসুরবনিপাল তাঁর নিনভের গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ করেছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণায় বিশ্বের প্রথম গ্রন্থাগারের পরিচয় পাওয়া যায়। যা প্রাচীন ব্যাবিলনিয়ায় সেমিটিক সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সারগনের রাজধানী আক্কাদে। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতকে এই গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়েছিল। ব্যাবিলনিয়ার মারি রাজ্যের রাজধানীর প্রাসাদের গ্রন্থাগারে কুড়ি হাজারেরও বেশি পোড়া মাটির ফলক পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া ও ব্যাবিলনিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বহুসংখ্যক রাজ্য সংগঠিত গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্বের প্রথম গ্রন্থাগারিকের যে পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতকে জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে ব্যাবিলনিয় সাম্রাজ্যের পতন হওয়া পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছর মেসোপোটেমিয়া ও ব্যাবিলনিয় রাজ্যগুলিতে গ্রন্থাগারের প্রভুত উন্নতি হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রিক সম্রাটদের বিশাল গ্রন্থাগার ছিল। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরিপিডিস ও অন্যান্য পণ্ডিতদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ ছিল। এ্যারিস্টটলের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ছিল যেমন বিপুল তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁর গ্রন্থাগারে মানব

জ্ঞানের সবগুলো শাখার উপর রচিত গ্রন্থ ছিল।

হেলেনীয় যুগে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া ও এশিয়া মাইনরের পারগমাম প্রভৃতি নগরে গ্রন্থাগার ছিল। আলেকজান্দ্রিয়াতে প্রথম টলেমী (খৃষ্টপূর্ব ৩০৫-২৮৩) পণ্ডিতদের জন্য একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে টলেমীরা সেই গ্রন্থাগারকে আরও সমৃদ্ধশালী করেছিলেন। এই গ্রন্থাগারে দু'লক্ষের ও অধিক গ্রন্থ ছিল। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এর গ্রন্থ সংখ্যা ছিল সাত লক্ষেরও বেশি এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় দ্বিতীয় গ্রন্থাগার সেরাপিয়াসে ছিল এক লক্ষেরও অধিক গ্রন্থ বা বই। গ্রন্থাগারগুলির সম্পদসমূহ ছিল সুবিন্যস্ত। আলেকজান্দ্রিয়া ও পারগমামের গ্রন্থাগারগুলি কয়েকশত বছর ধরে ধারাবাহিক সংগ্রহে পুষ্ট হয়েছে। পাঠকের ব্যবহারোপযোগী গ্রন্থ তালিকা প্রণয়ন করেছে। গ্রন্থ সম্পাদনা করে জ্ঞান চর্চার সহায়তা করেছে এবং অধিক সংখ্যক গ্রন্থাগার স্থাপন করে জ্ঞানের আলো বিকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রিক সংস্কৃতির দ্বারা রোমকরা প্রভাবিত হয়। রোমান অভিজাত ও সেনাধ্যক্ষের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার সামাজিক প্রতিষ্ঠার অন্যতম সোপান বলে পরিগণিত। সিসেরার (খৃষ্টপূর্ব ১০৬-৪৩) একাধিক ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র মূল্যবান গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। জুলিয়াস সীজার সাধারণ গ্রন্থাগারের চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তার প্রজাদের মধ্যে গ্রিক ও রোমান সাহিত্যের ব্যাপক প্রচলন হোক। সকলেই শিক্ষিত হোক ও গ্রন্থ পাঠে উদ্বুদ্ধ হোক। গ্রন্থপাঠ সাংস্কৃতিক চেতনা প্রসারে সহায়ক হোক। সেই উদ্দেশ্যে তিনি সবগুলি গ্রন্থাগারের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে কেবল রোমেই পঁচিশটিরও বেশি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোমান সাংস্কৃতিরও ব্যাপক আকারে প্রসার ঘটেছিল। আর ইতালী, গ্রীস, এশিয়া মাইনর ও উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি রোমান সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত হয়েছিল এবং গ্রন্থাগার প্রচারের দ্বারা সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল।

বাগদাদের স্বর্ণযুগে খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময়ে আরবের ঐতিহাসিক ওমর-আল-ওয়াকিদির যে পরিমাণ বই ছিল তাতে একশো কুড়িটা উট বোঝাই হয়ে যেতো। ৮১৩ খৃষ্টাব্দে হারুন-অর-রশিদের পুত্র খলিফা আল-মামুন 'জ্ঞান ভাণ্ডার' নামে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে একে একে মাদ্রাসা স্থাপিত হতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে সেখানে ছত্রিশটি গ্রন্থাগার ছিল। এর মধ্যে একটির বইয়ের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সবই ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মোঘল আক্রমণের ফলে ধবংস হয়ে যায়। এছাড়াও আরবি সাহিত্যের রেনেসাঁ রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তবে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় আরব জাতি ইউরোপীয়দের তুলনায় অগ্রগামী। আব্বাসী খেলাফতের (৭৫০-১২৫৮) শুরু হতে সকল খলিফারাই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করার আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যান। ফলে প্রাচীন নগরী বাগদাদ ও বসরায় বড় বড় গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। যা আরব ও মুসলিম জাতির ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয় ছিল। কিন্তু আব্বাসীয়দের পতনকালে হালাকুখানের নেতৃত্বে তাতাররা হামলা,

অগ্নিসংযোগ ও নদীতে নিক্ষেপ করে হাজার হাজার মূল্যবান গ্রন্থগুলো ধবংস করেন। যা পৃথিবীর ইতিহাসে নেক্কারজনক ঘটনা। মিশরের প্রায় সকল মসজিদের সাথে ছোট বা বড় অসংখ্যক আধুনিক গ্রন্থাগার ছিল এবং সেগুলোতে কোরআন, হাদীস, ফিকহ ও ইতিহাস বিষয়ক অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থও ছিল। তাছাড়া অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপিও সংরক্ষিত ছিল। তবে এ সকল প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলোর সাথে আধুনিক পাঠাগারের তুলনা করলে সেগুলোকে সর্বোচ্চ গ্রন্থ সংরক্ষণাগার বলা যেতে পারে। আরবি ভাষা ও সাহিত্য সংরক্ষণে ইউরোপে অনেক বড় বড় গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। সেগুলো প্রাচীন আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অনেক দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি যুগ যুগ ধরে সংরক্ষণ করে চলেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আধুনিক গ্রন্থাগারগুলো নিম্নরূপ:-

১. **বার্লিন গ্রন্থাগার** ঃ

জার্মানি ও যেখানে চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। ত্রিশ হাজার মূল্যবান পাণ্ডুলিপি রয়েছে। যা অধিকাংশই আরবি ভাষায় রচিত ছিল।

২. **বন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার** ঃ

তিন লক্ষ একষট্রি হাজার ছয়শত তেষট্রি গ্রন্থ রয়েছে এবং এক হাজার নয়শত একান্নটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

৩. **"এস্কোরিয়াল গ্রন্থাগার"** স্পেন ঃ

এই গ্রন্থাগারে পঁয়ত্রিশ হাজার পুস্তক রয়েছে। এর মধ্যে চার হাজার ছয়শত আঠাশটি পাণ্ডুলিপি ছিল।

৪. **"লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার"** লাইডেন ঃ

এই গ্রন্থাগারে দুই লক্ষ পুস্তক রয়েছে। এর মধ্যে তিন হাজার ছয়শত গ্রন্থ প্রাচ্য ভাষাসমূহে লিখিত এবং অধিকাংশই আরবি ভাষায় রচিত।

৫. **লন্ডন গ্রন্থাগার** ঃ

এটি মূলত বৃটিশ যাদুঘরের একটি গ্রন্থাগার। এখানে আশি হাজার গ্রন্থ রয়েছে। যার একটি বড় অংশ আরবি ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপি।

৬. **"অক্সফোর্ড গ্রন্থাগার"** অক্সফোর্ড ঃ

এই গ্রন্থাগারটি ১৫৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর গ্রন্থের সংখ্যা মোট সাত লক্ষ। এছাড়াও ৩৩ হাজার আরবি পাণ্ডুলিপিও সংরক্ষিত আছে।

প্রাচ্যের আরবি গ্রন্থাগার

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আরব বিশ্ব পুনরায় আরবি ভাষা ও সাহিত্য সংরক্ষণের জন্য আধুনিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে মিশর ও সিরিয়া অগ্রগামী। ইস্তাম্বুলে অনেক প্রাচীন

গ্রন্থাগার রয়েছে। কারণ ইস্তাম্বুলকে ইসলামী বিশ্বের রাজধানী মনে করা হয়। ইস্তাম্বুলের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থাগারের নাম এবং প্রতিষ্ঠাকালসহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:-

গ্রন্থাগারের নাম	প্রতিষ্ঠাতার নাম	প্রতিষ্ঠাকাল (হি.)	গ্রন্থ সংখ্যা
সালীম আগা গ্রন্থাগার	আলহাজ্জ সালীম আমিন	৯৫৫ হি.	১৩৮২
রুস্তম পাশা গ্রন্থাগার	শায়খ পাশা সদরুল আসবাক	৯৫৮ হি.	৫৬০
আতিফ আফিনদী গ্রন্থাগার	মুস্তাফা আতিফ	১১০৪ হি.	২৮৫৭
আয়া সুফিয়া গ্রন্থাগার	সুলতান মাহমুদ আউয়াল	১১৫২ হি.	৫৩০০
আল ফাতিহ গ্রন্থাগার	সুলতান মাহমুদ আউয়াল	১১৫৫ হি.	৬৬১৪
ওলী উদ্দিন গ্রন্থাগার	শায়খ ওলী উদ্দীন	১১৮২ হি.	৩৪৮৪
আল উমুমিয়্যাহ গ্রন্থাগার	ওসমানী শাসকগণ	১২৯৯ হি.	৩৪৫০০
ইয়ালদায গ্রন্থাগার	সুলতান আব্দুল হামীদ	১২৯৯ হি.	২৬৭৬০
মাতহাফ গ্রন্থাগার	ওসমান শাসকগণ	১৩০৬ হি.	১৫২৬০

মিশরের গ্রন্থাগার

মিশরের বড় বড় গ্রন্থাগারগুলো কায়রোতে অবস্থিত ছিল। কোনো কোনো গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। আর কোনো কোনো গ্রন্থাগার বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্ধারিত। গ্রন্থাগারগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

১. **দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা ঃ**

মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। আরবি সাহিত্যের পূনর্জাগরণের সময় সরকারিভাবে এ গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাম্মদ আলীর সময়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয় এবং ইসমাঈল পাশার আমলে অর্থাৎ ১৮৭০ সালে এর কাজ সমাপ্তি ঘটে। আর সেখানে আশি হাজার বই সংরক্ষিত রয়েছে।

২.মাকতাবাতুন আযহারিয়্যা ঃ

অন্যান্য মসজিদের মত মিশরের আযহারেও প্রাচীন গ্রন্থাগার ছিল। প্রাচীনকালের শুরু দিকে বইয়ের সংখ্যা ছিল একশত নিরানব্বইটি এবং এগুলোই সবই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। পরবর্তীকালে ১৮৭৯ সালে সরকারি নির্দেশে এ গ্রন্থাগারটি আধুনিক গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি সংগ্রহ করা হয়। যেখানে ছত্রিশ হাজার ছয়শত তেতাল্লিশটি গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল দশ হাজার নয়শত বত্রিশটি।

২. **মাকতাবাতুল আরুকাহ ফিল আযহার ঃ**

এটি আযহারের অপর একটি গ্রন্থাগার। যা ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সেখানে ত্রিশ হাজার বই সংরক্ষিত রয়েছে।

প্রবন্ধের বাকী অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়

Open Access Bangladesh উদ্যোগ

Development History and Bangladesh: Why History Matters for Development Practice এর উপর আন্তর্জাতিক সেমিনার

Global Center for Innovation and Learning (GCFIL), USA and Bangladesh এর আয়োজনে এবং Open Access Bangladesh এর সার্বিক সহযোগিতায় “Development History and Bangladesh: Development History and Bangladesh: Why History Matters for Development Practice” শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেমিনারটি আগামী ২০ মে ২০২২ রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সেমিনারে একটি প্যানেল ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হবে। সেমিনারে কি-নোট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আমেরিকার জেমস মেডিসন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মাইকেল গাবসার (Michael Gubser)। জনাব গাবসার মূলত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এবং বুদ্ধিবিত্তিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে থাকেন। এই বিষয়ে অনেকগুলো বইয়ের লেখক তিনি।

আন্তর্জাতিক এই সেমিনারটি নিয়ে বিস্তারিত জানা যাবে Open Access Bangladesh এর ওয়েবসাইট https://www.openaccessbd.org/ থেকে।

Budapest Open Access Initiative এর ডিক্লেরেশনে সংগঠন হিসেবে Open Access Bangladesh এর স্বাক্ষর প্রদান

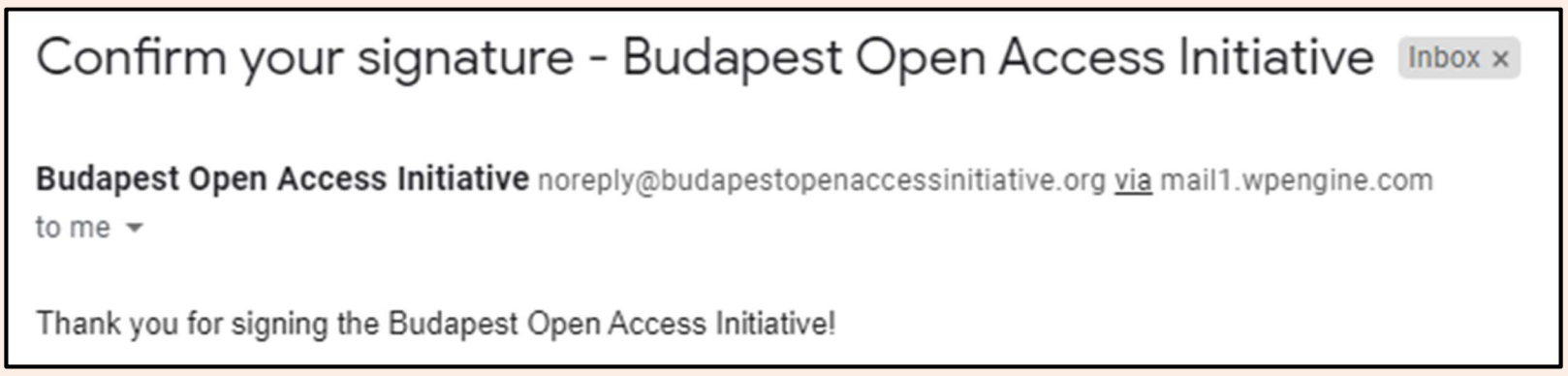
Confirm your signature - Budapest Open Access Initiative Inbox ×

Budapest Open Access Initiative noreply@budapestopenaccessinitiative.org via mail1.wpengine.com
to me

Thank you for signing the Budapest Open Access Initiative!

Budapest Open Access Initiative (BOAI) এর প্রতি সমর্থন জানিয়ে সংগঠন হিসেবে Open Access Bangladesh স্বাক্ষর প্রদান করেছে। গত ১৯ এপ্রিল সংগঠনের পক্ষ হতে স্বাক্ষর প্রদান করা হয়। Budapest Open Access Initiative এর ওয়েবসাইট হতে এই স্বাক্ষর প্রদান করা হয়। Budapest Open Access Initiative হলো ওপেন একসেসের ওপর প্রথম কোন আন্তর্জাতিক বিবৃতি যা ২০০১ সালে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ট হতে প্রকাশ করা হয়।

BOAI এর শুরু থেকেই বিশ্বব্যাপী গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি, জার্নাল, প্রকাশনা সংস্থা, ওপেন একসেস ভিত্তিক সংগঠনসহ বিভিন্ন বুদ্ধিবিত্তিক সংগঠনগুলো এর প্রতি সমর্থন জানিয়ে এই স্বাক্ষর প্রদান করে আসছে।

উল্লেখ্য Budapest Open Access Initiative এর সমর্থনে এখন পর্যন্ত ৬৩৮৮ জন ব্যক্তি এবং ১৩২২ টি সংগঠন স্বাক্ষর প্রদান করেছে।

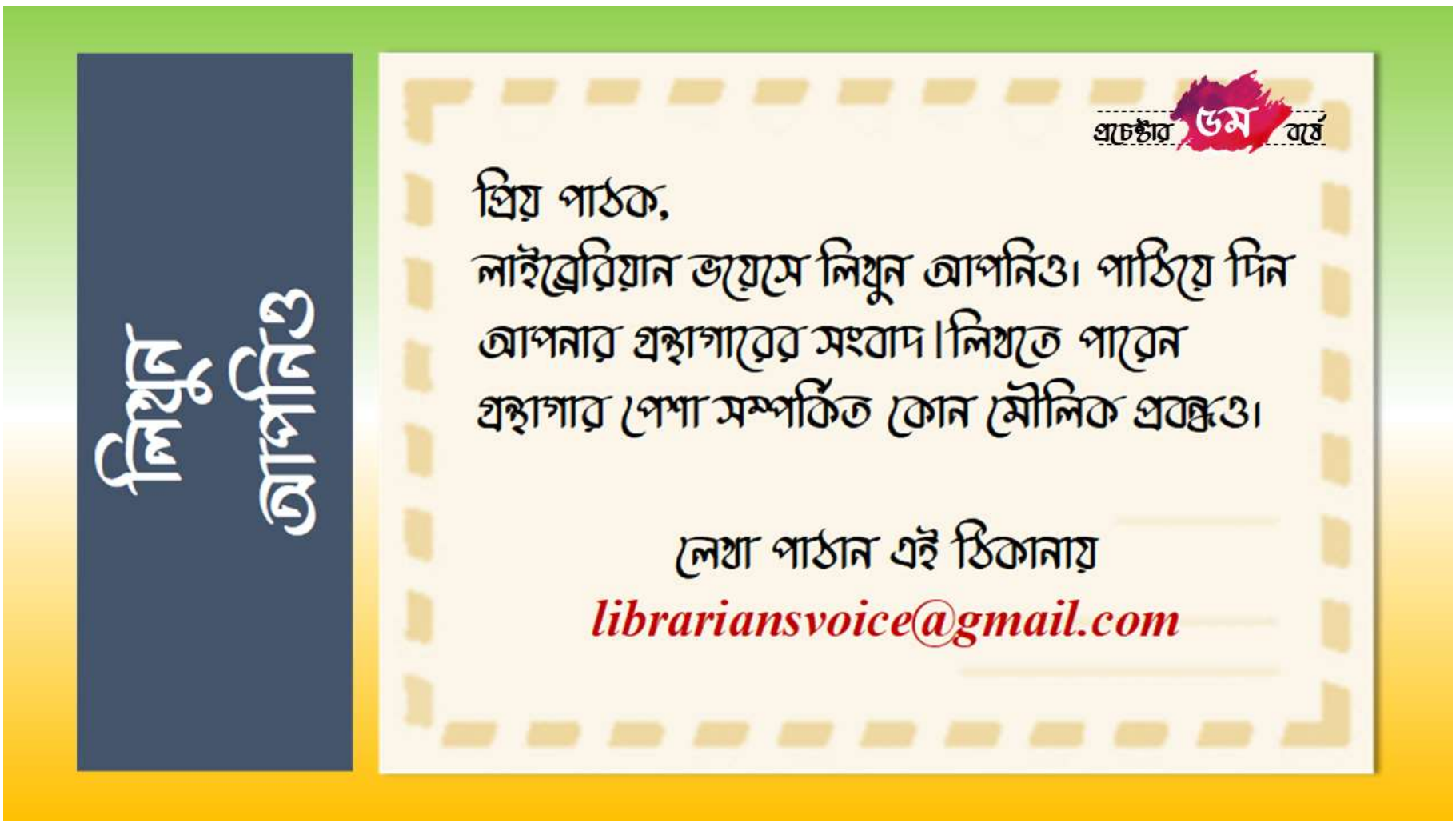

রাবি গ্রন্থাগারে অনলাইন ডিজিটাল রিপোজিটরি ওয়েবে থিসিস উন্মুক্তকরণ উদ্বোধন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত থিসিসসমূহের অনলাইন ডিজিটাল রিপোজিটরি ওয়েবে উন্মুক্ত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১০:৩০ মিনিটে গ্রন্থাগারে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন উপাচার্য প্রফেসর গোলাম সাব্বির সাত্তার। এই রিপোজিটরিতে পিএইচডি, এমফিল ও মাস্টার্স থিসিস সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

কার্যক্রম উদ্বোধনকালে অন্যদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর চৌধুরী মো. জাকারিয়া, উপ-উপাচার্য প্রফেসর মো. সুলতান-উল-ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. অবায়দুর রহমান প্রামানিক, জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক প্রফেসর প্রদীপ কুমার পাণ্ডে, গ্রন্থাগারের প্রশাসক প্রফেসর মো. হাবিবুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট অন্য শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ২০১৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে ডিজিটাইজড করার পরিকল্পনা সিন্ডিকেটে অনুমোদিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েসাইটে প্রবেশ করে RUCL Institutional Repository এই লিংকে ক্লিক করে থিসিসগুলো দেখা যাবে। বর্তমানে এখানে এক হাজার ৭৫৭টি থিসিস সংরক্ষিত আছে। আগামীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক থিসিস এই ওয়েবসাইটে যোগ হবে বলে গ্রন্থাগার প্রশাসক জানান। রিপোজিটরি উদ্বোধন করে উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক গবেষণা হয়। এসব গবেষণাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ছড়িয়ে দেবার লক্ষে এই উদ্যোগ কার্যকরি ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই রিপোজিটরি ওয়েবে উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে রাবি গ্রন্থাগারকে বিশ্বমানের গ্রন্থাগার হিসেবে তুলে ধরতে ভূমিকা রাখবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পরে উপাচার্যের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যবৃন্দ গ্রন্থাগার সংস্কার ও আধুনিকায়ন পরিকল্পনা নিয়ে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন অংশ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। এসময় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এক্যুমেন আর্কিটেক্ট এন্ড প্ল্যানার লি. ও নৈঋত আর্কিটেক্ট গ্রন্থাগার সংস্কার ও আধুনিকায়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

ড. রেজা
আমার আশ্রয়, আমার আশ্রম

কনক মনিরুল ইসলাম

দিন তারিখ কিছু মনে নেই। শুধু মনে আছে সেদিন ছিল রৌদ্রোউজ্জ্বল আকাশ, তপ্ত সূর্য অক্লান্তভাবে তাপ ও আলো দুটোই দিচ্ছিলো। অফিসে বসে হাতের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো শেষ করছিলাম। এমন সময় দেখি পরিপাটি আঁচড়ানো চুল, তামাটে ফর্সা গায়ের রং, কালো ফ্রেমের চশমা-পরা কিন্তু উজ্জ্বল স্বপ্নভরা চোখ ঠিকই উঁকি দিচ্ছে চশমার ভিতর থেকে। দেখতে একটু বয়স্ক মনে হলেও তারুণ্যে ভরা ঠিক এমন একজন মানুষ আমার রুমে প্রবেশ করলো। হাত বাড়িয়ে দিয়েই বলল, "ড. রেজা, চেয়ারম্যান, বেলিড"। আমি আমার পরিচয় দিতে যাচ্ছিলাম, আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "থাক বলতে হবে না, আমি কিন্তু আপনাকে চিনি।" অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। কিন্তু আশ্চর্য হলাম সামনে বসা মানুষটি সব কথাই গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার পেশাজীবী আর বেলিড নিয়ে। বুঝতে দেরি হলো না গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতা নিয়েই তাঁর স্বপ্ন। এই মানুষটি যেন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। একটু বিরক্তই হলাম। চোখে রঙ্গিন চশমা তখন, সদ্য পাশ করে বেরিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, নতুন আরো ভালো চাকুরির প্রত্যাশায় আছি। চোখ তখন শুধুমাত্র চাকুরির বইয়ের পাতায়। এই পেশা নিয়ে আমি বিরক্ত, চেষ্টা করছি এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশা বেছে নেওয়ার। বারবার জিজ্ঞাসা করছিলো আমি বেলিডের মেম্বার কী না, আমি বললাম না। শুনে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন কেন বেলিডের সদস্য হওয়ার প্রয়োজন। তিনি আমার মধ্যে কী দেখেছিলেন জানি না, কিন্তু সেই দিনের সাক্ষাতের পর থেকে প্রায়ই আমাকে ফোন দিতেন। সময় পেলেই ফোন দিয়ে বলতেন আজ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে দিয়ে যাবো, আপনি ফ্রি থাকলে একবার আপনার ওখানে চা খেয়ে যাবো। এভাবে রেজা ভাই প্রায় প্রতি রবিবারই আমার অফিসে আসতেন। সাথে থাকতো বেলিডের কোনো কাগজ বা কোনো পেশাজীবীর কোন তদ্‌বির সংক্রান্ত কাগজ। এগুলো হাতে দিয়ে প্রায়ই বলতো, চেষ্টা করে দেখেন তো যদি কিছু করা যায়। আপনি বড় অফিসে চাকুরি করেন কাউকে দিয়ে যদি বলানো যায়, এতে পেশা বা পেশাজীবীদের উপকার হবে। এই মহানুভব মানুষটি অন্য মানুষের তদ্‌বির করার জন্যে আসতেন কিন্তু কোনোদিন নিজের জন্যে আসেননি। এই ভাবেই তিনি আসতেন, আড্ডা দিতেন। এভাবেই রেজা ভাইয়ের সান্নিধ্য পাওয়া। আর এই সান্নিধ্য ও হৃদ্যতা যা ছিল আমৃত্যু।

ই-বুক এশিয়াতে অংশ নিতে ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের গুরগাঁওতে যাচ্ছি। শুধু জানতাম বাংলাদেশ থেকে একটি টিম যাচ্ছে। কারা যাচ্ছে জানতাম না। আমি আর আমার অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তৎকালীন মহাপরিচালক (প্রশাসন), বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের

সচিব, কবির বিন আনোয়ার স্যার এয়ারপোর্টে বোর্ডিং পাশের জন্যে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ করে দেখি আমাদের পাশে ড. রেজা ভাই। "কেমন আছেন মনিরুল? চিনতে পারছেন?" আমি বললাম, হ্যাঁ! চিনতে পারবো না কেন? আমি আমার বসের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। রেজা ভাই তাঁর ব্যক্তিগত কারিশমা দিয়ে স্যারের মন জয় করে নিলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে জানি না কী কথা হলো। তবে কবির স্যার যখন অন্য একটি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত, তখন রেজা ভাই খুব কাছে বসে পিঠে হাত দিয়ে বললো, "খুব ভালো লাগলো মনিরুল। স্যার তো আপনার খুব প্রশংসা করলো। এটা ধরে রাখেন। যখন দেখি কোনো লাইব্রেরি পেশাজীবী ভালো করে তখন আমার খুব গর্ববোধ হয়। দেখেন স্যারকে বলে পেশাজীবীদের জন্য কিছু করা যায় নাকি।" বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর বিমানে প্রথমে কলকাতা, তারপর কলকাতা থেকে দিল্লি। কোলকাতা এয়ারপোর্টে দিল্লিগামী ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করছি। সাথে চলছে তিনজনের আড্ডা। জাতীয়তাবাদ, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কোন কিছুই বাদ যাচ্ছে না। তবে ড. রেজা সবকিছুতেই কোনো না কোনোভাবে গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার পেশাজীবী আর বেলিডকে নিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, মানুষটির ধ্যান জ্ঞান যেন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার পেশাজীবী আর বেলিড। পরে রেজা ভাই বলেছিলো, "দেখেন মনিরুল আমলারা তো আমাদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না, হয়তো জানতেই চায় না। তাই এক উচ্চ পদস্থ আমলার সাথে কথার ফাঁকে ফাঁকে গ্রন্থাগার, পেশাজীবীদের দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা ও তাদের সাফল্য তাঁর সামনে তুলে ধরছি।" রেজা ভাই যে এতো সফল ছিল তার প্রমাণ মিলে যখন কবির বিন আনোয়ার স্যার বেলিড আয়োজিত ইফতার পার্টিতে অংশগ্রহণ এবং স্কুল কলেজ লাইব্রেরিয়ানদের শিক্ষক পদমর্যদার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে একটি পত্র ইস্যু করে দিয়েছিলেন। এই ছিল ড. রেজা ভাই, যিনি সব সময় শুধু গ্রন্থাগার পেশা, পেশাজীবী আর বেলিড নিয়ে ভাবতেন। তিনি ছিলেন গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের আশ্রয় ও আশ্রম।

তখন সকাল আটটা হবে, দিল্লী থেকে ঢাকা ফেরার পথে কোলকাতা নিউমার্কেটের লিন্ডসলে স্ট্রিটের লিন্ডস হোটেলে উঠেছি, রুমের দরজায় শুনি হঠাৎ কে যেন নক করে। ভেবে পাচ্ছি না এতো সকালে কে আসবে আমার রুমে নক করছে। দরজা খুলেই দেখি পরিপাটি ড. রেজা ভাইকে। "কী ঘুম ভাঙ্গেনি, আপনার? তাড়াতাড়ি রেডি হন যাদবপুর যাবো। আপনাকে নিয়ে যাব। কাল যে বললাম, আপনাকে নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরতে যাব। আমার পুরনো ক্যাম্পাস, আমার খুব স্মৃতি বিজড়িত। আমি চাই সুন্দর এই বিশ্ববিদ্যালয়টি আপনি ঘুরে দেখেন। এখানে গেলে জায়গাটার প্রেমে পড়ে যাবেন, আমি চাই জায়গাটার প্রেমে আপনি পড়েন। তাড়াতাড়ি রেডি হন তো।" চোখে রাজ্যের ঘুম নিয়ে ফ্রেশ হতে শুরু করলাম। কাল রাতে পুরো নিউমার্কেট চষে বেরিয়েছি, তাই ক্লান্ত ছিলাম। ঘুম ভাল হয়নি। রিসেপশনে বসে দেখি রেজা ভাই পায়চারি করছেন। বললাম, খুবই দুঃখিত, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারিনি। স্বভাবলসুলভ একটা হাসি দিয়ে বললেন কোনো সমস্যা নেই। চলেন বের হওয়া যাক।

কোলকাতা শহরের বিখ্যাত এ্যাম্বাসিডর হলুদ রঙের ক্যাবে করে রওনা দিলাম যাদবপুরের উদ্দ্যেশে। হালকা বাতাস বইছে, আকাশে জৈষ্ঠ্য মাসের উত্তপ্ত সূর্য্য, সমরেশ মজুমদার, শীর্ষেন্দু ও সুনীলের লেখা বিভিন্ন বইয়ে পড়া কোলকাতার বিভিন্ন স্ট্রিট পার হচ্ছি, বিপরীত দিক থেকে আসছে ট্রাম, হলুদ এ্যাম্বাসিডর ক্যাব আর হালের সাদা রঙয়ের উবার, উলা ক্যাব। আর ড. রেজা ভাই শুরু করছেন, তাঁর কোলকাতা শহরের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন স্মৃতির রোমন্থন। তিনি বারবার প্রসঙ্গ তুলছেন পেশাজীবী হিসাবে থাকলে কেন পেশাজীবী সংগঠনে থাকাটা জরুরি। পিএইচডি ডিগ্রি কেন জরুরী। সাথে সেই সময় কত কষ্ট করে তিনি পিএইচডি শেষ করেছিলেন, কোলকাতার সেই সময় কেমন ছিল, এখন কেমন, কীভাবে ইন্টারনেটবিহীন সেই সময়ে ভাবী ও সবার সাথে যোগাযোগ করতেন ইত্যাদি। রেজা ভাইয়ের কথাগুলো শুনছিলাম আর ভাবছিলাম সেই সময় তিনি কত কষ্ট করে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। তাঁর এই স্মৃতি রোমন্থন শুনতে শুনতেই আমরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে গেছি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বিখ্যাত ৩ নং গেট দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলাম। গাড়িটি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করার সাথে সাথে রেজা ভাই যেন আরো চনমনে হয়ে উঠলেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন এক স্মৃতির কৃষ্ণ গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া কোনো সময়কে আবার ফিরে পেয়েছেন। শুরু করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের তাঁর বিভিন্ন স্মৃতিময় গল্প। আমি গুণমগ্ধ শ্রোতা হয়ে শুনছি, আর আগ্রহ জন্মাচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার, হাজার হোক অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী ড. অমর্ত্য সেনের বিশ্ববিদ্যালয়। পুরো ভারত বর্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিচিত করার পিছনে তাঁর অনেক অবদান। যদিও অমর্ত্যবাবুর নোবেল জয়ের আগে থেকেই ভারতবর্ষে যাদবপুর অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। গাড়িটা থামলো ঠিক লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স বিভাগের সামনে। বের হয়ে সিড়ি ধরে উঠার পরই চোখ পড়লো Golden Jubilee of Dept. Library and Information Scicnce, Jadavpur University। প্রথমেই ঢুকলাম বিভাগের তৎকালীন প্রধান ড. সুনীল কুমার চ্যাটার্জি স্যারের রুমে। রেজা ভাই প্রায় ২০ বছর পর ডিপার্টমেন্টে এসেছেন কিন্তু সবার নাম তাঁর এখনো মুখস্ত। প্রফেসর চ্যাটার্জি, রেজা ভাইয়ের পূর্ব পরিচিত। কথার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সবার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন।

তিনি যখন বিভাগে ঘুরছিলেন আর স্মৃতির পাতা রোমন্থন করছিলেন। বুঝেছিলাম বিভাগের সাথে তাঁর গভীর মিতালি যা কুড়িটি বছর পেরিয়ে গেলেও তার সাথে বিচ্ছেদ ঘটেনি। তিনি বললেন, এই বিভাগ আমার আশ্রয় ছিল, এখনো আছে। আমি চাই তুমিও এই আশ্রয়ে থিতু হয়ে পিএইচডি শেষ করো। তিনি বললেন তুমি হয়ত মনে করছ পিএইচ ডি করে কী হবে। একদিন এই জন্যেই আমাকে স্মরণ করবে। রেজা ভাইয়ের আগমনের খবর তখন বিভাগের অনেকেই জেনেছেন। সবাই আসছেন, কথা বলছেন আর আমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। অসাধারণ সম্মোহন ক্ষমতা ছিল রেজা ভাইয়ের। সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন তিনি। তাঁর সাথে এই সফরের মাধ্যমেই সম্পর্ক আরো গভীর হয়, আমার সাথে হৃদ্যতা বাড়তে থাকে। তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছিলো। তিনি হয়ে উঠেছিলেন আমার আশ্রয়, আমার আশ্রম।

সেবারের ভারত সফর ছাড়াও ড. রেজা ভাইয়ের সাথে শ্রীলংকা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। ফলে তাঁর সাথে সম্পর্ক আরো গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল। তিনি ছিলেন আমার অভিভাবক, শিক্ষক এবং একজন ভালো বন্ধু। তাঁর কাছে কোন আবদার করে পাইনি এমন হয়নি। সবকিছুতেই তাঁকে পাশে পেয়েছি। জানি না তাঁর পাশে থাকতে পেরেছি কি না। আমার ছোট্ট জীবনে ড. রেজা ভাইয়ের অবদান অনেক, যা কখনও ভুলার নয়, ভুলতেও চাই না। তাঁকে হৃদ মাঝারে রাখতে চাই, অনন্তকাল। তিনি যে আমার জীবনে, এক আশ্রয় ও আশ্রমের নাম।

লেখক: কনক মনিরুল ইসলাম
লাইব্রেরিয়ান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

২৩ এপ্রিল ২০২২

আন্তর্জাতিক বই ও মেধাস্বত্ব দিবস

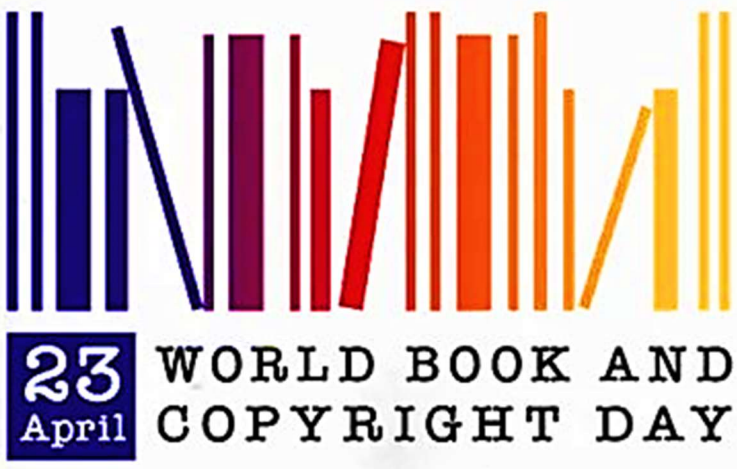

প্রতি বছর ২৩ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে বই দিবস পালন করা হয়। এ দিবসকে আন্তর্জাতিক বই ও মেধাস্বত্ব দিবস হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো (UNESCO) কর্তৃক ১৯৯৫ সালে দিবসটি স্বীকৃত পায়। আন্তর্জাতিক সাহিত্যাঙ্গনে বেশ কিছু বরেণ্য সাহিত্যিকদের জন্ম ও মৃত্যু এ দিনটিতে হওয়ায় এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যেই মূলত ২৩ এপ্রিলকে বিশ্ব বই দিবস হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

২৩ এপ্রিল জন্ম অথবা মৃত্যু বরণকারী লেখকদের মধ্যে রয়েছেন ইংল্যান্ডের জাতীয় কবি ও নাট্যকার, বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, বিশ্বে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য স্প্যানিশ ঔপন্যাসিক মিগুয়েল দ্যা সার্ভেন্টিস, পেরুর ঔপন্যাসিক ইনকা গারসিলাসো দে লা ভেগা। মূলত এ তিন জন বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিককে উল্লেখ করা হলেও সমগ্র বিশ্বের সকল সাহিত্যিককে সম্মান জানানোর জন্যই দিবসটি উদযাপন করা হয়। তাই পৃথিবীর সকল বইপ্রেমী ও লেখকদের কাছেই এ দিনটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ২৩ এপ্রিল বিশ্বব্যাপী বই দিবস উদযাপিত হলেও যুক্তরাজ্য, সুইডেন এবং আয়ারল্যান্ডে ভিন্ন ভিন্ন দিনে এই দিবস পালিত হয়।

প্রতি বছর ইউনেস্কো বিশ্ব বই দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে একটি দেশের একটি শহরকে বিশ্ব বই এর রাজধানী (World Book Capital) নির্ধারণ করে থাকে। ২০২২ সালের বিশ্ব বই দিবস উপলক্ষে মেক্সিকোর শহর গুয়াটালাহারা (Guadalajara) বিশ্ব বই এর রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণত বই রাজধানী ঘোষণা করা হয় উক্ত শহরের দেশ, ঐ দেশের পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে বই লেখা ও পড়াকে আরো উৎসাহিত করার জন্য। এর আরেকটি বড় কারণ হলো বিশ্বের সকল দেশে বিশ্ব বই দিবসকে প্রতিষ্ঠিত করা।

এবারের বিশ্ব বই দিবসের প্রতিপাদ্য হলো – “You are a reader”

সূত্রঃ ইফলা, ইউনেস্কো

গ্রন্থনাঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে প্রাচীন গ্রন্থাগারের ভূমিকাঃ একটি বিশ্লেষণ

৬ পৃষ্ঠার পর

৩. **মাকতাবাতুল মাসাজিদ ওয়া দারুল আছার ঃ**

১৯১৪ সালে এ গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেখানে ত্রিশ হাজার পাঁচশত সাতষট্টিটি বই সংরক্ষিত রয়েছে।

৪. **আল মাকতাবাতুল খেদীভিয়াহ ঃ**

এটি মিশরে অবস্থিত এবং এটি একটি বিখ্যাত গ্রন্থাগার। যা মুহাম্মদ আলী পাশার শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাছাড়া মিশরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। যেমন:-

ক. মাকতাবাতু কুল্লিয়াতিল হুকূক ঃ ১৯১৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে উনিশ হাজার নয়শত পঞ্চাশটি বই সংরক্ষিত এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণার জন্য স্বতন্ত্র হল রুমও ছিল।

খ. মাকতাবাতু কল্লিয়াতিত তিব ঃ সেখানে চিকিৎসা ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক ফরাসি, ইংরেজি ও আরবি ভাষায় প্রায় দশ হাজার কিতাব সংরক্ষিত রয়েছে। এ গ্রন্থাগারটি মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত ছিল।

গ. মাকতাবাতুল জামি'আতিল মিসরিয়্যা ঃ ১৯১৪ সালে এ গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তবে এগারো হাজার নয়শত ত্রিশটি গ্রন্থের সংগ্রহ রয়েছে। অধিকাংশ গ্রন্থগুলোর লেখক ও সাহিত্যিকদের উপহারস্বরূপ।

লিবিয়া ও লেবাননের গ্রন্থাগার

মিশর ও ইউরোপের ন্যায় সিরিয়া ও লেবাননের বেশ কিছু প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। আরবি সাহিত্যের পূনর্জাগরণে এসব গ্রন্থাগারের ভূমিকাও কোনো অংশে কম নয়। গ্রন্থাগারগুলো নিম্নরুপ-

ক. "আল মাকতাবাতুল যাহিরীয়্যাহ" দামেস্ক, ১৮৭৮

খ. "আল মাকতাবাতুল শারকিয়্যাহ" বৈরুত, ১৮৮০

গ. "মাকতাবাতুল জামি'আতি বৈরূপ আল আমরীকিয়্যাহ"

ঘ. "মাকতাবাতুল মাদরাসাহ আল আহমাদিয়্যাহ" আলেপ্পো, সিরিয়া

ঙ. "মাকতাবাতুল মাদরাসাহ আল রিদাইয়্যাহ" আলেপ্পো, সিরিয়া

চ. "আল মাকতাবাতুল মারুনিয়্যাহ" আলেপ্পো ও সিরিয়া ১৭২৫ সালে এ গ্রন্থাগারটি খ্রিস্টান মিশনারীরা প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাচীন পারস্যে ব্যক্তিগত এবং অনেক সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল। সেদেশে জ্ঞানচর্চার বিশেষ কদর ছিল। বোখারাতে চিকিৎসক-দার্শনিক আবু-আলি-ইবন সিনা (অর্থাৎ অবিচেন্না ৯৮০-১২১৭ খৃষ্টাব্দে) সুলতান ইবনে মনসুরের প্রাসাদ-গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলেন, সেখানে একটা ঘরে আরবি ব্যাকরণ ও কবিতা এবং

আরেকটা ঘরে আইনের বই এমনিভাবে প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা কামরা ছিল। পণ্ডিত ইবনে আব্বাসের আমলে অর্থাৎ ৯৩৮-৯৯৫ খৃষ্টাব্দে চারশো উট বোঝাঁই পুঁথি ছিল। তা'র সূচি বা ক্যাটালগ ছিল দশ খণ্ড। নিশাপুর ইস্পাহান, বসরা, সিরাজ ও মসুল প্রভৃতি প্রতিটি শহরে গ্রন্থাগার ছিল। ইংল্যাণ্ডের গ্রন্থ ইতিহাস বেশি পুরোনো নয়। ৬৭৮ খৃষ্টাব্দে রেনেভিষ্ট বিশপ রোম থেকে বই সংগ্রহ করে তাঁর জন্মস্থান নর্দ্দামব্রিয়াতে প্রতিষ্ঠিত ওয়্যার মাউথ মঠে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ৬৭০-৭৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সে দেশে অনেক গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নিনেমার আক্রমণের ফলে বহু সংগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়। তার মধ্যে বিখ্যাত ইয়র্ক ও ক্যান্টারব্যরি সংগ্রহও ছিল। দশম শতাব্দিতে উইনচেস্টার, উসেষ্টার ও ক্যান্টারব্যরি গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য। ক্যান্টারব্যরি ক্রাইস্ট চার্চের যে গ্রন্থ তালিকা এষ্ট্রির প্রায়র হেনরি (১২৮৫-১৩৩১ খৃষ্টাব্দে) প্রস্তুত করেছিলেন তাতে তিন হাজার বই এর নাম পাওয়া যায়। মানব সভ্যতার প্রথম উষার আলো পড়েছিল মধ্যপ্রাচ্য ও মিশরে। ভারতবর্ষে মানব সভ্যতার উন্মেষকাল মধ্যপ্রাচ্যের কালসীমার প্রায় সমসাময়িক। খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার থেকে আড়াই হাজার বছর কালের মধ্যে ভারতে সিন্ধ সভ্যতার বিকাশ লাভ করে। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার যে খুবই উন্নত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনকার জীবনযাত্রা ও বিভিন্ন ব্যবহার সামগ্রী আসবাবপত্র ও উন্নত সাংস্কৃতি জীবন ধারায়। হরপ্পা ও মহেনজোদারোর স্বচ্ছল নাগরিক জীবনযাত্রা ও আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ গ্রামীণ সমাজ কেবল সব্যতা নয় উন্নত সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় বহন করে। সিন্ধু সভ্যাতার সাংকেতিক চিত্রলিপি সমসাময়িক কালে খুবই আধুনিক ও অর্থবহ ছিল। প্রায় তিন শতকের ও অধিক চিত্রলিপি সিন্ধু সভ্যতার কালে ব্যবহৃত ও হতো। সহজেই অনুমান করা যায় যে, এতগুলি চিত্রলিপি দিয়ে লিখিত উপাদান তখন ছিল এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ও প্রতিকুল প্রাকৃতিক পরিবেশের ফলে উত্তরণকালের জন্য রক্ষিত উপাদানগুলি বিলীন হয়ে যায়।

এছাড়াও আরবি সাহিত্যের রেনেসাঁ রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তবে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় আরব জাতি ইউরোপীয়দের তুলনায় অগ্রগামী। আব্বাসী খেলাফতের (৭৫০-১২৫৮) শুরু হতে সকল খলিফারাই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করার আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যান। ফলে প্রাচীন নগরী বাগদাদ ও বসরায় বড় বড় গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। যা আরব ও মুসলিম জাতির ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয় ছিল। কিন্তু আব্বাসীয়দের পতনকালে হালাকুখানের নেতৃত্বে তাতাররা হামলা, অগ্নিসংযোগ ও নদীতে নিক্ষেপ করে হাজার হাজার মূল্যবান গ্রন্থগুলো ধবংস করেন। যা পৃথিবীর ইতিহাসে নেক্কারজনক ঘটনা।

নালন্দার অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি ছিল। তাই সহস্র সহস্র বিদ্যার্থীর শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য একটি বিরাট পুস্তক ভাণ্ডার নির্মাণ করে নালন্দা মহাবিহারের স্থাপয়িতা ও কর্ণধারগণ সংগঠনের দিক দিয়ে তাঁদের কর্ম কুশলতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। চীনা পরিব্রাজকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এক সুবিশাল অঞ্চল গ্রন্থাগার ভবনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। গ্রন্থাগার ভবনটি বহুতল বিশিষ্ট ছিল। এদের মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য ভবনের নাম যথাক্রমে রত্নদধি, রত্নসাগর ও রত্নরঞ্জক। রত্নদধি নয়তলা বিশিষ্ট ছিল। লামা তারানাথ ও অন্যান্য তিব্বতীয় পণ্ডিতেরা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে তাঁদের লেখার মধ্যে নালন্দার পুঁথি সংগ্রহের বিশালত্বের কথা উল্লেখ করেন। পরিব্রাজক উৎসিঙ এবং য়ুয়ান চোয়াঙ এই নালন্দা মহাবিহার হতে যথাক্রমে ৪০০ এবং ২০০ এর উপর মূলগ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করে নিয়ে যান। এ থেকে নালন্দা মহাবিহারের সংগ্রহের সংখ্যাধিক্যের কথা সহজেই অনুমান করা যায়। তের শতকে তুর্ক আক্রমনের ফলে নালন্দা মহাবিহার ধবংসপ্রাপ্ত হয়। মহাবিহার ধ্বংসের সাথে এর গ্রন্থাগারটিও অগ্নি দগ্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মহাস্থানগড় ও ময়নামতিতে বৌদ্ধ বিহার ছিল। সে সকল বৌদ্ধ বিহারগুলি আবাসিক ছিল এবং প্রত্যেকটিতে সুসংগঠিত সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী হলো গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্বর্ণযুগ। তখন সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গ্রন্থাগার অজস্র গড়ে উঠেছিল।

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় যে সকল দেশ অগ্রণী ভূমিকা ছিল তার মধ্যে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী, সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া), কানাডা, আমেরিকা ও ভারতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমান রাজত্বকালে লিখন শিল্পের উন্নতির অন্যতম কারণ ইসলাম ধর্মের সার্বজনীনতা। সমাজের কোনো স্তর বিশেষে শিক্ষা সীমাবদ্ধ না থাকাতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পুস্তক ব্যবহারে কোনো সামাজিক বাধা ছিল না। লিখন শিল্পের দ্রুত উন্নতির ফলে পুস্তক প্রণয়ন ও তার ব্যবহারও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মসজিদ, মাদ্রাসা ও মক্তবে কিছু কিছু পুস্তক সংগ্রহ গড়ে উঠে বলে জানা যায়। মুসলমান বাদশাহদের মধ্যে অনেকেই পুস্তকের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তোগলকের রাজস্বকালে রাজপ্রসাদে গ্রন্থাগার বা কিতাবশালা ছিল। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর রাজকীয় গ্রন্থাগারে ২৪০০০ পুস্তক বা পুঁথি ছিল। হুমায়ন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আলমগীর প্রভৃতি সকল মোগল বাদশাহই পুস্তকের অনুরাগী ছিলেন। হুমায়ন শেরশাহের 'সেরমণ্ডল' নামক বিশাল প্রসাদটিকে রাজকীয় গ্রন্থাগারে রূপান্তর করেন। আকবরের রাজত্বকালে রাজকীয় গ্রন্থাগারের প্রভুত উন্নতি হয়। আকবরের রাজকীয় গ্রন্থাগারে ২৫০০০ বই ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। টিপু সুলতানের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। যা যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত এই সমৃদ্ধ সংগ্রহ বৃটেনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বর্তমানে তা লন্ডন শহরে কমনওয়েলথ অফিসের ইন্ডিয়ান অফিস গ্রন্থাগারতে সংরক্ষিত রয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও তথ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া উন্নত হতে থাকে। দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নানা ধরনের গ্রন্থাগার। বর্তমান যুগকে এক কথায় জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগ বলা যায়। মানুষ আজ পাতালপুরী থেকে আকাশে চড়ে বেড়াচ্ছে। মহাকাশ জয়ের নেশায় মত্ত। তাই মানুষ যতই উন্নতির শিখরে উঠছে, ততই গ্রন্থাগার নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তার

সাধনা, গবেষণা ও অনুসন্ধান ক্রমেই গ্রন্থাগারমুখী হয়ে উঠছে। বিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থাগারে বই ও পত্র-পত্রিকা সংরক্ষণের পাশাপাশি ফিল্ম, ফিল্মস্ট্রীপ, ম্যাগনেটিক টেপ, মাইক্রোফিস, মাইক্রোফিল্ম ও কম্পিউটার ইত্যাদি আধুনিক সামগ্রীতে সমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি যুগে গ্রন্থাগার সেবার মান উন্নয়নে জন্য বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার সফটওয়্যার গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন-Library Software: KOHA and GREENSTONE, DSpace and RFID -Digital Library Software ও ইন্টারনেট। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানের ঝড়ভঃধিৎব গ্রন্থাগারে ব্যবহার করা হচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সম্পাদিত, *মুহাম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী* -১, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪

২. সুলতান উদদীন আহমাদ, *আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সিরিজ-৫: গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান স্বরুপ সন্ধানে*, ঢাকা: প্রগতি প্রকাশনী, ২০০০

৩. জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাহ আল আরাবিয়্যায়*, বৈরূত: দারুল ফিকর, ২০০৫

৪. জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাহ আল আরাবিয়্যায়*, বৈরূত: দারুল ফিকর, ৪র্থ খণ্ড, ২০০৫

৫. হান্না আল ফাখূরী, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, 'বৈরূত: আল মাতবা' আতুল বুলিসিয়্যায়, তা.বি.

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম

গ্রন্থাগার বিভাগের প্রধান

সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, চট্রগ্রাম

প্রচেষ্টার জম বর্ষে

LIBRARIAN ONLINE BULLETIN VOICE

ISSN 2710-0103 www.librarianvoice.org

ISSN 2710-0103

LIBRARIAN VOICE

ONLINE BULLETIN

প্রতি মাসের ৫ তারিখে

প্রতি সংখ্যায়

- প্রবন্ধ
- মতামত
- ফিচার
- সংবাদ
- বুক রিভিউ

www.librarianvoice.org

librariansvoice@gmail.com

/librarianvoice

/librarian_voice

/librarianvoice

/librarian_voice

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের কথা বলে